যায়যায়দিন

তারিখ ... SEP. 25 2008 ... ...
পৃ: ৪ কলাম ৩ ......

ড. আফতাব হত্যা চেষ্টার ক্লু মেলেনি, কেউ গ্রেফতার হয়নি

সিলভার টাওয়ারে গ্রেনেড একই সূত্রে গাঁথা বলে সন্দেহ

মাহবুব আলম লাবলু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ড. আফতাব আহমাদকে গুলি করে হত্যাচেষ্টার ঘটনা ও গুলশানে বিএনপির এমপি এমএএইচ সেলিমের মালিকানাধীন সিলভার টাওয়ারে গ্রেনেড নিক্ষেপের ঘটনার সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। গোয়েন্দাদের ধারণা, একই সন্ত্রাসী গোষ্ঠি পরিকল্পিতভাবে এ দুটি ঘটনা ঘটাতে পারে। ড. আফতাব হত্যাচেষ্টার ঘটনা তদন্তে র‌্যাব, পুলিশসহ একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা পৃথকভাবে মাঠে নেমেছেন। এখনো হত্যাচেষ্টার সুনির্দিষ্ট কোনো ক্লু পাওয়া যায়নি। কিলার গ্রুপের কাউকেই পুলিশ গ্রেফতার পৃ ৪ >> কলাম

ড. আফতাব হত্যা চেষ্টার ক্লু

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করতে পারেনি। দায়িত্ব স্বীকার করে ইনডিয়া থেকে পাঠানো শীর্ষ সন্ত্রাসী খন্দকার তানভীর ইসলাম জয়ের ফ্যাক্সবার্তাটি গুরুত্বের সঙ্গে আমলে নিয়ে তদন্ত করছেন গোয়েন্দারা।

এদিকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের (সিএমএইচ) ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন ড. আফতাব আহমাদ এখনো পুরোপুরি আশঙ্কামুক্ত নন। সিএমএইচের চিকিৎসক চিফ সার্জেন্ট ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাফরউল্লাহ জানান, শনিবার রাতেই অপারেশন করে ড. আফতাবের শরীর থেকে একটি গুলি বের করা হয়েছে। তার ছিঁড়ে যাওয়া নাড়ি জোড়া লাগানো হয়েছে। আশঙ্কামুক্ত হওয়া না পর্যন্ত তাকে আইসিইউতেই রাখা হবে। ঝুঁকিমুক্ত হওয়ার পর ড. আফতাবের শরীরে ফের অপারেশন করা হতে পারে।

অন্যদিকে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় ড. আফতাবের স্ত্রী সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা নুরজাহান আফতাব শাহবাগ থানায় একটি মামলা করেছেন। এজাহারে কাউকে আসামি করা হয়নি। শুধু হত্যাচেষ্টার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কি কারণে এ ঘটনা ঘটতে পারে সে বিষয়েও কোনো ইঙ্গিত দেয়া হয়নি।

ব্যাপক অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ফুলার রোডের শিক্ষক কোয়ার্টারের মেইন গেটে সিকিউরিটি গার্ড ও একটি রেজিস্টার খাতা রয়েছে। অপরিচিত কোনো লোককে ভেতরে ঢুকতে হলে রেজিস্টারে নাম-ঠিকানা এন্ট্রি করতে হয়। কিন্তু শনিবার রাত পৌনে ৮টায় ড. আফতাবের বাসায় গুলির ঘটনা ঘটার আগে-পরে রেজিস্টারে কারো নাম এন্ট্রি করা হয়নি। ঘটনার সময় মেইন গেটে ডিউটিতে ছিলেন বাবু লাল ও সেলিম নামে দুই সিকিউরিটি গার্ড। বাবু লালের ধারণা, কিলাররা প্রাইভেট কারে ভেতরে ঢুকে অপারেশন চালায়। কারণ গুলির ঘটনার সময় প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। ঘটনার আগে-পরে হেঁটে কোনো লোক টিচার্স কোয়ার্টারে ঢুকেনি এবং বের হয়নি। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কয়েকটি প্রাইভেট কার ভেতরে ঢুকেছে। গাড়িতে যারা ভেতরে ঢোকে তারা স্বাভাবিকভাবেই রেজিস্টার খাতায় নাম এন্ট্রি করেন না। রবিবার সকালে টিচার্স কোয়ার্টারে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। লোকজনের প্রবেশের ক্ষেত্রেও আরোপ করা হয়েছে কড়াকড়ি। ড. আফতাবের ১৯/জি নাম্বারের চারতলা বাসাটিতে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ দেখা গেছে। বাইরে থেকে একাধিকবার কলিংবেল চাপলেও সাড়া মেলেনি। সিআইডির এএসপি আবদুস সবুর জানান, তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে এখনো কোনো ক্লু পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য আলামত সংগ্রহ করা হচ্ছে। নির্ভরযোগ্য একটি সূত্রে জানা গেছে, ড. আফতাবের ওপর হামলা ও সিলভার টাওয়ারে গ্রেনেড নিক্ষেপের ঘটনা শীর্ষ সন্ত্রাসী জয়ের বাহিনী ঘটিয়েছে। পৃথক দুটি টিম একই সঙ্গে অপারেশনে বের হয়। একটি টিম যায় গুলশানে সেলিম টাওয়ারে গ্রেনেড নিক্ষেপ করতে। আরেকটি টিম যায় ড. আফতাবের বাসায়। ইনডিয়া থেকে আসা পেশাদার এক কিলার নিজে গুলি না করে আরেকজনকে দিয়ে গুলি করানোর কারণে অপারেশন সাকসেসফুল হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি। ফ্যাক্সবার্তায় জয় দাবি করেছে, জাতীয় সঙ্গীত অবমাননা এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে নানা দুর্নীতির কারণে ড. আফতাবকে সে টার্গেট করেছে। আর এমপি সেলিম মালয়শিয়ায় জনশক্তি রফতানির কাজ থেকে শত শত টাকা আয় করছেন। তা থেকে কমিশন না দেয়ায় শীর্ষ সন্ত্রাসী জয় তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়। গতকালও জয়ের ক্যাডার বাহিনী কাকরাইলের বায়রা অফিসে ঢুকে গুলি চালিয়েছে। এতে একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে বায়রা নেতা ও বিএনপি এমপি এমএএইচ সেলিমের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য টেলিফোন করা হলে বাসা থেকে জানানো হয়, শনিবার রাতে তিনি মালয়শিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।

ড. আফতাবের ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি থাকাকালে সেখানে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কয়েক কর্মকর্তার সঙ্গে তার বিরোধ সৃষ্টি হয়।

এছাড়া ভিসি পদ থেকে অপসারিত হওয়ার আগে তিনি চাকরি দেয়ার জন্য বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে টাকা নিলেও শেষ পর্যন্ত তাদের চাকরি হয়নি। টাকাও ফেরত দেয়া হয়নি। তারা মাঝে মধ্যেই হুমকি দিতো বলে ড. আফতাব স্বজনদের জানিয়েছেন। আরেকটি সূত্র জানায়, নারী সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তার যে বিরোধ হয় সেটিও এখনো মীমাংসা হয়নি। গোয়েন্দারা এসব বিষয়ও খতিয়ে দেখছেন বলে জানা গেছে।

সংশোধনী

যায়যায়দিনে গতকাল রবিবার প্রকাশিত 'ড. আফতাবকে বেডরুমে ঢুকে গুলি' শীর্ষক খবরের এক জায়গায় ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভিসি ড. এসএমএ ফায়েজকে উদ্ধৃত করে বলা হয়, 'আমরা সাসপেক্ট করছি। এ মুহূর্তে বলবো না। পরে বলবো।' প্রকৃতপক্ষে তিনি এ ধরনের কোনো কথা বলেননি।

বার্তা সম্পাদক